Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

ASSIGNMENT (Anyone)

Academic Year - 2023-24

Department - Bengali (PG)

Topics:-

(i) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপন্যাস লক্ষণ আলোচনা করো।

(ii) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার চরিত্র আলোচনা করো।

(iii) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধর্মমত আলোচনা করো।

(iv) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর চরিত্র আলোচনা করো।

Full Name :- Susmita Bhunia

Roll No - 3750

Subject - Bengali (Hons)

Paper - 104 Semester - M.A 1st sem

Date of Submission - 29.11.23

Susmita Bhunia
Students Signature

Professor Signature

---

iv) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর চরিত্র —

"নীচ কুলে বাস অতি জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।"

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' - এর আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতুর এই হল পরিচয় ও পটভূমি। মুকুন্দরামের কবিত্বের আসনে চরিত্র নির্মাণ নিয়ে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কালকেতুর চরিত্র তাই কবির অসামান্য

শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন নয়। আসলে কবির মনে একটি দ্বন্দ্ব ছিল এই চরিত্রটি নির্মাণের সময়। মূলত সে শাপভ্রষ্ট দেবপুত্র। পৌরাণিক শক্তিমত্তা আর বীর্যবত্তা তার সহজাত অথচ মূল কাহিনীর অনুষঙ্গ ধরে তাঁকে রাখতে হয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণীর সামাজিক বলয়ে। তাদের জীবনচর্চা, আচরণ স্বাভাবিক ভাবেই এই চরিত্র-টির মধ্যে মিশে গেছে। অথচ সেই প্রচণ্ড শক্তি আর দেবানুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য তার চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

বালক কালকেতুর রূপ বর্ণনায় কবি নিজেই কিছুটা দোটানায় ছিলেন। একটি ব্যাধনন্দনের সৌন্দর্য, গতি প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃত রস সাহিত্যের দ্বারস্থ হবেন নাকি অভিজ্ঞতা তাঁর সহায় হবে। এই দ্বিধার জন্য একবার লিখলেন —

"মাতঙ্গ জিনিয়া গতি রূপে জিনি রতিপতি
সবার লোচন-সুখ-হেতু।"

কালকেতু আদিম ব্যাধ সমাজের প্রতিভূ। শিক্ষাহীন, সংস্কারশূন্য জৈব তাড়নায় অমিত বিক্রম যে জীবনধারা সেইকালে গ্রাম্যপল্লীর প্রান্তিক জীবনরূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল বলেই কালকেতুর বীরত্বে শারীরিক শক্তির বর্বর নৃশংসতা এসে মিশেছে। তার ভোজন বর্ণনায় ভোজন সামগ্রীর অপরিমিতি শুধু নয় লেগে আছে ভোজন প্রকৃতির আদিমতা। কবি তাই লিখলেন —

"একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উড়ায়।।
একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উড়ায়।।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ,
ছয় হাঁড়ি মুসুরী সুপ মিশ্যা তথি লাউ।।"

—নাগরিক রুচিসম্মত আহার ব্যবস্থার মধ্যে এ ছবি বিকট, হাস্যকর এবং অসম্ভব। কিন্তু ঐ ক্ষুধালগ্ন দেহবোধ সর্বস্ব জীবনধারায় এ কোনো অমানুষিক ভোজন দৃশ্য নয়, বরং ব্যাধ জীবনের সহজ স্বাভাবিকতা.

এই আদিম জীবনাভ্যাস ও সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে ফুল্লরার সঙ্গে কথোপকথনে. দীর্ঘকাল দরিদ্র হলেও সে দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছিল এই ব্যাধ দম্পতি. হঠাৎ করেই ষোড়শী কন্যা বেশিনী দেবী চন্ডীর আবির্ভাবে ফুল্লরার সংসারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ব্যাধ—

"শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।।"

—এই অনার্য ক্ষিপ্ততাতেই সে বলেছে—

"ব্যক্ত করি রামা মোর কহ সত্যভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।।"

এই হল কালকেতু চরিত্রের আন্তর্জাগতিক ভাষা। অবশেষে দেবীর কৃপায় ধনলাভ হয় তার। ভক্তের বোঝা বহন করে দেবী ধন ঘড়া কাঁধে নিয়ে চলেছেন কালকেতুর পিছনে পিছনে। অদ্ভুত কালকেতু এইসময় বিশ্বাস করতে পারেননি দেবী চন্ডিকাকে। —

"পশ্চাতে চন্ডিকা যায় আগে কালু যায়।
ফিরিফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়।।

মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি
ধনঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥"

—কালকেতু সামান্য ব্যাধ, ধনের অভিজ্ঞতা তার নেই। ধনদাত্রী দেবীর প্রতি এই অবিশ্বাস তার চির দরিদ্র ব্যাধজীবনের সরল স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু ব্যাধ জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মধ্যে কালকেতু যখন কবি ধনপ্রাপ্তির সৌভাগ্য ব্যাখ্যা করে তুললেন ধীরে ধীরে তখনই তার চরিত্রে কৃত্রিমতা যুক্ত হল।

এ ধরনের অবিশ্বাস্য অসম্ভাব্যতায় চরিত্রটি বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত অবশেষে। তার তুলনায় কাছে কালকেতু-কে হারতেই হল। তারই ষড়যন্ত্রে কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিল কালকেতুর। কলিঙ্গ রাজের কাছে বন্দী কালকেতুর যে ক্ষোভোক্তি সেখানে তার আসল চরিত্রটি ফুটে উঠেছে —

"মাংস বেচি ছিনু ভালো এবে মে পরান গেল
বিষাদ সাধিলি কাত্যায়নী।"

এ চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তবু সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আদিম বর্বর বীরোদাত্ত জীবনের মধ্যে এক অনাড়ম্বর প্রীতি ছিল, এক অকপট সহৃদয়তা ছিল, হোক না তা অভাবক্লিষ্ট। সে অভাব কেবল শরীরের, মনের নয়, দেহবোধ সর্বস্ব সেই আদিম জনগোষ্ঠী ও স্বভাবেই প্রমাণ করেছে দেহবোধের চেয়ে মানুষের আনন্দে পাওয়া নীড় কত মূল্যবান, কত মহিমময়।